মুজিবনগরে ভূমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভৃমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলা ভূমি অফিসের আয়োজনে, স্মার্ট ভূমি সেবাই ভূমি মন্ত্রণালয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভূমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, জমি জমা সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারি রেটের চেয়েও বেশি টাকা কেহ অফিসে দিবেন না। যদি ভূমি অফিসের কোন কর্মচারী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

ভূমির নামজারি করতে কোন দালালের শরণাপন্ন হবেন না স্মার্ট বাংলাদেশে ভূমি সংক্রান্ত সবকিছুই অন্য অনলাইনের মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন।

আদালতে জাল দলিল দাখিল; বাদীর ৩ বছর কারাদন্ড

আদালতে জাল দলিল দাখিল করার অপরাধে বাদী বাবুল হোসেনের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছেন মেহেরপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দীক।

আজ সোমবার (২২ মে) দুপুরের দিকে এই দান্ডাদেশ দেন তিনি।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামি বাবুল হোসেন মেহেরপুর সিনিয়র

সহকারী জজ আদালতে বাদী হয়ে দেওয়ানি ২৮৮/২০১০ নম্বর মামলা দায়ের করেন। এই মামলার বাদী বাবুল হোসেন আদালতে একটি দলিল দাখিল করেন যা আদালতের পর্যবেক্ষণে সন্দেহজনক মনে হয়। পরে মেহেরপুর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের বিচারক মোঃ ফারুক ইকবাল ওই দলিলের স্ট্যাম্প বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ট্রেজারি অফিসকে নির্দেশ প্রদান করেন। ট্রেজারি অফিস থেকে আদালতে দাখিলকৃত স্ট্যাম্পটি জালমর্মে প্রতিবেদন দেন। আদালতের পর্যালোচনায় বাদীর দাখিলকৃত স্ট্যাম্পটি জাল বলে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক মোঃ ফারুক ইকবাল ২০১৩ সালে নিজে বাদী হয়ে সিআর ৩৫৮/১৪ নম্বর মামলা দায়ের করেন।

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং যুক্তিতর্ক শেষে মেহেরপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দীক মামলাটির রায় ঘোষণা করেন। আসামি বাবুল হোসেনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৭১ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি উপস্থিত ছিলেন, আসামিকে সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে প্রাণের নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

গাংনীতে গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ মার্জিয়া খাতুন ওরফে ময়না (৪৫) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন।

মাজিয়া খাতুন ওরফে ময়না কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মনাইকুন্ডি গ্রামের বাদল মোল্লার স্ত্রী।

আজ সোমবার (২২ মে) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় বামন্দী-বেতবাড়িয়া সড়কের রামনগর বাজারের কাছ থেকে ওই নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ ও তার সঙ্গীয় ফোর্স।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, নারী মাদক ব্যবসায়ী ময়না খাতুন পুটলার মধ্যে করে গাঁজা নিয়ে বামন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন রামনগর বাজারের উপর তাকে পুলিশ চেক করে গাঁজা পান। পরে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তর করেন।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

আজ সোমবার দুপুরের দিকে আটক ময়না খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২২শে মে) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্বর থেকে একটা বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিন রেজা। এসময় গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর বিএনপির রাজনৈতিক হালচাল

বিএনপির প্রথম এবং শেষ ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন। মানুষের ভাত ও ভোটের রাজনীতি করছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। এমন কথা জানালেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির অপর অংশের নেতা জেলা বিএনপির আলমগীর খান ছাতু বলেন, “মাসুদ অরুন, আমজাদ, আমজাদ ও মাসুদ অরুন” এই দু ব্যক্তিই মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিগত ত্রিশ বছর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে আছেন। এই দুজনের বাইরে কখনো কেউ পদে আসতে পারেনি। এছাড়া শেষ কমিটির বয়স ১০ বছর হলেও এখন পর্যন্ত এই কমিটি ◌্একটি পরিচিত সভাও করতে পারেনি। তাছাড়া আমরা সংস্কার পন্থিদের বাদ দিয়েই বিএনপির রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির রাজনীতি নিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ নানা কথা তুলে ধরেছেন। বিএনপির বিভিন্ন স্তুরের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য নিয়েই আজকের আয়োজন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, আমার সাথে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ আহম্মেদ, যুগ্ম সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি হুজাইফা ডিক্লার, জিয়া মঞ্চের জেলা আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনসহ ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী তাদের সাথে রয়েছে বলে দাবী করেন তিনি।

বিএনপির পেশাজীবি সংগঠন “শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের’ ভারপ্রাপ্ত মহামসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন বলেন, জেলা বিএনপির মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা আছে। তবে, সংকটকালীন সময়ে বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক সাথে কাজ করেন।

জেলা বিএনপির অফিস কেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মসূটি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান ফ্যাসিষ্ট সরকারের আমলে কোনো কর্মসূচি পালনের জন্য অনুমতি নিতে গেলে তারা আমাদের অনুমতি দেয়না। বাধা দেয় সকল কর্মসূচিতে। তাই, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। যেকোনো কর্মসূচিতে বাধা দেয়।

ভোটের আগে আপনাকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়, বাকী সময়গুলোতে আপনাকে পাওয়া যায়না প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকার কারনে স্থানীয় রাজনীতিতে আমি সময় দিতে পারিনি। আমি বিএনপির কেন্দ্রীয় কোনো নেতা না হলেও বিএনপির পেশাজীবি সংগঠনের ব্যানারে সারা বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জাকির হোসেন বলেন, গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে আমার নিজস্ব কিছু দর্শন আছে। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মানুষের জীবন মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। যা অতিতে কেউ এটা করে উঠতে পারেনি।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির অংশ বিএনপির মুল আদর্শের সাথে নেই। যেই কারণে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যারা তৃণমুলের রাজনীতিতে আছেন তারা সব সময় একটা বেকায়দার মধ্যে থাকেন। বিএনপির সহযোগী সংগঠণ হিসেবে জিয়া মঞ্চের সাথে যারা রয়েছেন তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আসলে সব কর্মসূচি এক সাথে করতে হয়। তখন তাদের নির্দেশেই মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, জেলা বিএনপির কমিটিতে প্রায় ৩’শ নেতা কর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ৫/৬ জন লোক এক সাথে চলে। এটাকে বিএনপির বিভক্তি বলা যায়না। বিএনপি তৃণমুল নেতাকর্মীর দল। স্থানীয় কর্মীরাই তাদের নেতা ঠিক করেন। মাসুদ অরুনের নেতৃত্বাধীনে জেলার হাজার হাজার লোক এক সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গুটি কয়েক লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে, সাথে কিছু খুচরা লোকজন আছেন। আমরা তাদের সেভাবেই দেখিনা।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসলে তাদের আমরা ডাকি। তখন তারা আমাদের সাথে এসে কর্মসূচি পালন করে থাকেন। আলাদা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি

দেওয়ার মত সক্ষমতাও তাদের নেই। তারা কোনো কর্মসূচিও পালন করে না। নিজেদের সক্ষমতা দেখাতেই ওয়ান ইলেভেনের পর থেকেই তারা গুটি কয়েক লোক এধরণের একটা পর্যায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এটাকে বিএনপির মুল শক্তি পাত্তা দেইনা। বিএনপির জেলা কমিটির সাথে তৃণমুলের যেসব কমিটি রয়েছে সবাই এক সাথেই আন্দোলন সংগ্রামে আছে।

বিএনপি’র আগামী দিনের দাবী কি এমন প্রশ্নের জবাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, আমাদের এখন প্রথম ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা জাতীয় দাবি দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন।

তিনি বলেন, সরকারের আগ্রাসী দুর্নীতীর কারনে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই এই দুর্নীতি বন্ধ করতে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা অথবা, তাদের স্ব ইচ্ছায় পদত্যাগ করতে হবে। আগামি তিন মাসের মধ্যে এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে বলেও জোর দাবী জানান তিনি।

ঘরের মধ্যে বা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে রাজনৈতিক সমস্ত কর্মকান্ড করা প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমরা শুধু অফিসের সামনেই নয়, অফিসের বাইরেও অনেক প্রোগ্রাম কর্মসূচি করেছি। বিশেষ করে কাথুলি মোড় ও বিভিন্ন গ্রামে বিগত দিনে ৪/৫টি মিটিং মিছিল করেছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সরকারি দল তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক বরাদ্দ দেয়না।

মাসুদ অরুন বলেন, আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক। জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া এবং সত্য উচ্চারণের পক্ষে এই প্রাঙ্গণ ব্যবহার করা সকলের অধিকার, এটা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস আগামি দিনে উপলব্ধি থেকে সরকারি দল এবং প্রশাসন এই পার্ক ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় দাবি দাওয়া নিয়ে মেহেরপুরের বিএনপি প্রতিনিয়ত স্বোচ্চার। জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য সামনে রেখে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকারসহ চাল, ডাল, তেল, চিনি বিদ্যুৎ, গ্যাসের লাগামহীন মুল্য বৃদ্ধির এবং একটি গণতান্ত্রিক রাস্ট্র নির্মাণের জন্যই আমরা লড়ে যাচ্ছি।

এ কারণে গত ১৫ বছরে আমাদের জেলায় ২৭ জন নেতা কর্মীকে হত্যা করা

হয়েছে। শত শত বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়রানি ও কারা নির্যাতন করা হয়েছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা হয়েছে।

সেই মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারি

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বহুল আলোচিত মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বিরুদ্ধে সমন জারি করছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।

আজ রবিবার (২২ মে) বেলা ১২ টার দিকে প্যানেল কোডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪১৭/৪১৯/৪৬৪/ ৪৬৭/৪৬৮ ও ৪৭১ ধারগুলোকে আমলে নিয়ে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসানের আদালত লেলিনের বিরুদ্ধে এই সমন জারি করেন। আগামি ১৩/০৭/২০২৩ তারিখে তাকে স্ব শরীরে কোর্টে উপস্থিত হতে বলেছেন।

এর আগে মামলার তদন্তকারি সংস্থা কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) মামলাটি প্রায় এক বছর তদন্ত শেষে সাম্প্রতিক সময়ে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর বিজ্ঞ আদালত এই সমন জারি করেন।

উল্লেখ্য, মীর কামরুজ্জামান লেলিন অ্যাডভোকেট না হয়েও তার নামের পূর্বে অ্যাডভোকেট ব্যবহার করে আসছেন। পিতার সম্পত্তি নয় তা জানার পরেও অপরের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি হিসেবে জালিয়াতিপূর্বক সৃজন করে জাল দলিল তৈরী ও তা নামজারি করাই তার বিরুদ্ধে প্যানেল কোডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪১৭/৪১৯/৪৬৪/ ৪৬৭/৪৬৮ ও ৪৭১ ধারগুলোতে অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বিরুদ্ধে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনে সচিত্র সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার পর মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিচারক এর এসএম শরিয়ত উল্লাহ স্ব প্রণোদিত হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং মিস কেস ০৪/২০২২ দায়ের করেন।

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ দুই যুবক আটক

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারি আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার পরানপুর গ্রামের হাসেম আলীর ছেলে মো: মোমিন (২০) ও বাবুপুর গ্রামের কলিম উদ্দীনের ছেলে মো: মিঠুন (২০)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে কোমপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম শনিবার দিবাগত রাতে পরানপুর গ্রামের জনৈক মনিরুল ইসলামের কলাবাগান থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ রবিবার সকালের দিকে দুই মাদক কারবারীকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী ও মুজিবনগরে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছে।
শনিবার দিনগত রাতের আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘর্ষ আহত-৩

পূর্ব শত্রুতার জেরে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়নের রসিকপুর গ্রামের রসিকপুর ব্রিজে সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় রসিকপুর ব্রীজে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো রসিকপুরের খোকন শেখের ছেলে মানিক(১৬), শামসুদ্দোহা শেখের ছেলে, মোঃ শানমন (১৮) এবং মজিদুলের ছেলে টোকন (২১)। গুরুতর আহত টোকনের মাথায় ৯ টা সেলাই দিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তারা মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা জানা যায়, আহত তিনজন মোটরসাইকেল যোগে রশিদপুর ব্রিজে পৌঁছালে আগে থেকে উৎপাতে থাকা বাগবান গ্রামের বাবলুর ছেলে বনি আমিন (২০), কাউস উদ্দিনে ছেলে লুৎফর (১৭), সবুজ(১৮), আলতাফের ছেলে কাউস উদ্দিন (৩৫) এবং সাকিব(১৬) দেশীয় অস্ত্র লাঠি ও রড নিয়ে আক্রমন করে। এ সময় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে আক্রমণকারী বনি আমিনও আহত হয়। তার মাথায় ৫ টি সেলাই দিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

বাগোয়ানের সাবেব ইউপি সদস্য কমরউদ্দিন ও রশিকপুরের ইউপি সদস্য পানু শেখ ঘটণার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান করোনা কলীন সময়ে

স্কুলে পড়া অবস্থায় এক সংঘর্ষের জেরে আজকে পুনরায় রসিকপুর ব্রীজে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশ অবগত আছে, উভয়পক্ষের দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি । লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।’

মেহেরপুরের খোকসায় শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদের শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার খোকসা মাঠে এই শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ শংকর কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশাসন কামরুল আহসান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহবুবুল আলম শান্তি প্রমূখ।